দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

188

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারদের বদলি প্রসংগে

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা পীঠ শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। এক সময় এখানে গৌরবের বহু কিছু থাকলেও এখন সে সবের অনেক কিছুই ম্লান। নানা সমস্যার মধ্যে শিক্ষক সংকট দীর্ঘ দিনের। ষোলটি অধ্যাপকের পদ থাকলেও তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশটিই শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। সহযোগী অধ্যাপক (২১ জন) এবং সহকারী অধ্যাপকের (১৪ জন) পদগুলোও পূরণ হয়নি সার্বিকভাবে। পূর্বে এ নিয়ে ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। যার প্রভাব দেশীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাপকদের স্বল্পতা এবং তাদের প্রাইভেট প্রাকটিসের কারণে হাসপাতালের ওয়ার্ডে অধ্যাপকদের সাথে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের তেমন করে যোগাযোগ গড়ে উঠছে না। এক্ষেত্রে ছাত্রদের রেজিস্ট্রারদের উপরেই অধিকতর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের কলেজের বাইরে সিনিয়র কনসালট্যান্ট করে পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে যা ছাত্রদের বিশেষ করে ঢাকার বাইরের ছাত্রদের যারা এমনিতেই শিক্ষক সংকটের মুখোমুখি তাদের জন্য সমূহ সমস্যা সৃষ্টি হবে। যে সমস্ত রেজিস্ট্রার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চান তাদের অবশ্যই ছাত্রদের স্বার্থে সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা, কলেজগুলোর বাইরে বদলির কারণে ছাত্ররা ভাল এবং অভিজ্ঞ রেজিস্ট্রারদের কাছ থেকে হাতে কলমে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সাবেক একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলে এক ঘোষণায় বিভিন্ন নামীদামী অধ্যাপকদের বদলির আদেশ হলেও শেষ পর্যন্ত কোন অদৃশ্য কারণে তা কার্যকরী হয়নি। কোথাও কোথাও বদলি হলেও সেটা ছিল সাময়িক। ছাত্রদের সাথে পরিচয় হতে না হতেই অধিকাংশ শিক্ষক পূর্ব পছন্দের জায়গায় ফিরে গেছেন। ফলে শিক্ষক সমস্যার আজ পর্যন্ত এতোটুকু উন্নতি হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, শিক্ষাঙ্গনের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের প্রিয় রেজিস্ট্রারদের হারাতে চাই না। এই কলেজের রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য অভিজ্ঞ যাদের বদলির নির্দেশের কথা শোনা যাচ্ছে তাদের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হোক।

জাহিদুল আহসান মেনন
৫ম বর্ষ শেরে বাংলা চিকিৎসা
মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।

৮/১৭ 26 NOV 1988

স্কুলের নির্মাণ কাজ করার আবেদন

আমরা মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের অধিবাসী। এত্র উপজেলার তেরটি ইউনিয়নের মধ্যে বারটি ইউনিয়নে দুই একটি করে হাই স্কুল আছে। কিন্তু পাঁচগাঁও ইউনিয়নে কোন হাই স্কুল নেই। দুই বছর আগে চাটাতিপাড়া শেব কাবেল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব জনাব নুরুল ইসলাম খান। তারপর দেয়াল উঠানো হয় কিন্তু ছাদ দেয়া হয়নি, ফলে ক্লাস শুরু হচ্ছে না। অবিলম্বে ভবনটির ছাদ সম্পন্ন করে স্কুলে ক্লাস শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বি, এম, প্রিন্স
চাটাতিপাড়া, পাঁচগাঁও
টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ-১৫২০।